টেলিফোন : ৩৪-১৫৫২
রিপ্রোডাকশন সিন্ডিকেট
ঝকঝকে ছাপা, পরিষ্কার ব্লক ও সুন্দর ডিজাইন
৭-১, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা-৬

Regd. No. C 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গীয় শরৎচন্দ্র পণ্ডিত
(দাদাঠাকুর)

বাড়ী ও জমি বিক্রয়

ঘোড়শালা গ্রামে দশ কাঠা জমির উপর পুকুর লাগা চারি কামরা বিশিষ্ট পাকা বাড়ী ও গ্রামের মাঠে একই স্থানে ১২ বিঘা জমি ও দুইটী পুকুরের অংশ বিক্রয় আছে। নিম্ন ঠিকানায় যোগাযোগ করুন।

বীরেন্দ্রকুমার দাস
৩৭২-ডি, বেলগাছিয়া রেলওয়ে কোয়াটার্স,
পোঃ বেলগাছিয়া, কলিকাতা-৩৭

৫৯শ বর্ষ
নবম সংখ্যা

রঘুনাথগঞ্জ, ২৮শে আষাঢ়, বুধবার, ১৩৭৯ সাল।
১২ই জুলাই, ১৯৭২

নগদ মূল্য : ১০ পয়সা
বার্ষিক ৪৲, সডাক ৫৲

চীনা ষ্টেন, ব্রেন এবং টমিগানসহ সাতজন কুখ্যাত ডাকাত গ্রেপ্তার

জিয়াগঞ্জ, ৭ই জুলাই—গতকাল রাত্রে এখানে ফুলতলা এবং লণ্ডন মিশনের মধ্যে পাকা সড়কের ধারে শ্রীগোবিন্দ দত্তের বাগানে লালবাগের আই, বি শ্রীমোহনলাল চক্রবর্ত্তীর নেতৃত্বে একদল সি, আর, পি ষ্টেন, ব্রেন এবং টমিগানসহ পাঁচজনকে গ্রেপ্তার করেন। ঐদিনই লালগোলায় একই দলের আরও দুইজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

প্রকাশ, মতি সেখের নেতৃত্বে ডাকাতদল শহরের দুইজন ব্যবসায়ী শ্রীচন্দ্র জৈন এবং শ্রীগোপী ধরের বাড়ীতে ডাকাতির জন্য ঐ বাগানে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে সন্ধ্যা থেকে একত্রিত হতে থাকে। আই, বি গোপনসূত্রে খবর পেয়ে সি, আর, পি বাহিনী নিয়ে বাগানের চারিদিক ঘিরে ফেলেন এবং সন্তর্পণে এগোতে থাকেন। এদিকে ডাকাতদল পানাহারে ব্যস্ত। আর পুলিশদল আরও কয়েকজন ডাকাতের আসার অপেক্ষায় থা[illegible] ইতিমধ্যে লালগোলায় দুইজনকে আগ্নেয়াস্ত্রসহ গ্রেপ্তার করা হয়েছে সেই খবর আ[illegible] বি শ্রীচক্রবর্ত্তী বেতারে পাওয়ামাত্র আর অপেক্ষা না করে চারদিক থেকে ডাকাতের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েন। মদ্যপানে মত্ত ডাকাতদল কিছু বুঝতে পারার আগেই তাদেরকে গ্রেপ্তার করা হয়। তাদের কাছ থেকে ২টি ষ্টেনগা[illegible], ১টি ব্রেনগান, ১টি টমিগান, কয়েকটি ধারালো অস্ত্র এবং প্রচুর তাজা [illegible]মা উদ্ধার করা হয়েছে। মতি সেখসহ সাতজনকে বহরমপুর জেল হাজতে [illegible]ঠিয়ে দেওয়া হয়েছে।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য কুখ্যাত মতি সেখ জিয়াগঞ্জের কেডিয়[illegible] নামে জনৈক ধনী ব্যবসায়ীর চাকর ছিল এবং প্রায় দুই বৎসর আগে জিয়াগঞ্জ [illegible]ষ্টেশন থেকে শ্রীকেডিয়ার ১ লক্ষ টাকা ছিনতাই করে রাজশাহীতে আত্মগোপন করেছিল। পুলিশ অনেক দিন থেকেই তার খোঁজ করছিল। আরও জানতে পারা গিয়েছে যে এই জেলার বেশীর ভাগ ডাকাতির সঙ্গে মতি সেখের কুখ্যাত দল জড়িত ছিল এবং বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় এরা সেখান থেকে আগ্নেয়াস্ত্র সংগ্রহ করেছিল। এদের বাড়ী নাকি ভগবানগোলা থানার বিভিন্ন গ্রামে। ব্যাপক পুলিশী তদন্ত চলছে।

রাজ্য শিক্ষামন্ত্রীর ঘোষণা সত্ত্বেও জেলায় স্কুল-বোর্ড এ্যাডভাইসরী কমিটি গঠনে অযথা বিলম্ব

গত ২৪শে মার্চ পঃ বঃ শিক্ষামন্ত্রী জানান যে, রাজ্যের জেলা স্কুলবোর্ডের এ্যাডভাইসরী কমিটিগুলি বাতিল করে নতুন কমিটি গঠন করতে হবে। এই জেলায় প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিভাগের দুটি জেলা স্তরের স্কুলবোর্ড এ্যাডভাইসরী কমিটি বাস্তব রূপ পেল অনেক দিন পরে। ফলতঃ শিক্ষাসংশ্লিষ্ট ব্যাপারে নানা অসুবিধা দেখা দিতে থাকে এবং এর ফলে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ের সংশ্লিষ্ট মহলে ক্ষোভের সঞ্চার হয়।

জানা গিয়েছে যে, নবগঠিত মুর্শিদাবাদ জেলা স্কুলবোর্ড এ্যাডভাইসরী কমিটিগুলির প্রাথমিক শিক্ষা কমিটিতে চেয়ারম্যান—জেলা সমাহর্তা, সম্পাদক—জেলা স্কুল পরিদর্শক, ভাইস-চেয়ারম্যান—মহঃ সোহরাব, এবং আরও আট-জন ও বিভিন্ন শিক্ষক সমিতির প্রতিনিধিকে সদস্য হিসাবে নেওয়া হয়েছে। মাধ্যমিক শিক্ষা কমিটিতে আছেন জেলা শাসক (চেয়ারম্যান), জেলা স্কুল পরিদর্শক (সম্পাদক), শ্রীসুনীল ঘোষ মৌলিক (ভাইস-চেয়ারম্যান) এবং আরও ছয়জন ও বিভিন্ন শিক্ষক সমিতির প্রতিনিধি।

চোরাচালান বন্ধের উদ্দেশ্যে মুর্শিদাবাদ সীমান্তে বিধিনিষেধ আরোপ

বে-আইনী কারবার ও চোরাচালান বন্ধের জন্য মুর্শিদাবাদের জেলা শাসক এক আদেশ জারি করে বলেছেন—মুর্শিদাবাদ জেলার ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের আট কিলোমিটারের মধ্যে হাট, বাজার, দোকান বা যে কোন স্থানে রাত আটটা থেকে ভোর পাঁচটা পর্যন্ত গবাদি পশুসহ যে কোন পণ্যদ্রব্যের চলাচল বন্ধ থাকবে। এই সময়ের মধ্যে টেম্পো, মোটর গাড়ি, ট্রাক-লরি, রিক্সা, ঠেলাগাড়ি, পশুচালিত যে কোন যান ও জলযানে করে পণ্যদ্রব্য বা মাথায় বহনযোগ্য পণ্যদ্রব্যের চলাচলও বন্[illegible] থাকবে। কেবল যে সব লাইসেন্স-প্রাপ্ত দোকান ঔষধপত্র বিক্রি করে সে সব [illegible]ন ছাড়া উপরোক্ত স্থানে এবং

(৪র্থ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

২৮শে আষাঢ় বুধবার সন ১৩৭৯ সাল।

॥ সিমলা সে ক্যা মিলা ? ॥

কয়েকদিন পূর্ব্বে দুই দেশের মধ্যে স্বাক্ষরিত সিমলা চুক্তি ঐতিহাসিক ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছে। অনেকেই অর্থাৎ বহির্ভারতীয় দেশসমূহ এই চুক্তিকে অভিনন্দন জানাইয়াছেন। কেন না সিমলা বৈঠক ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে দীর্ঘদিনের এক 'গর্ডনীয় গ্রন্থি' কাটিতে সক্ষম হইয়াছে।

লাভালাভের অঙ্ক কষিয়া দেখিলে দেখা যাইবে, বিগত যুদ্ধে ভারত পাকিস্তানের পশ্চিম অঞ্চলে যে সমস্ত স্থান অধিকার করিয়াছিল, তাহা অর্থাৎ পাঞ্জাব, সিন্ধু ও কচ্ছের অধিকৃত অঞ্চলগুলি যাহার আয়তন বার হাজার আট শত বর্গকিলোমিটার, পাকিস্তানকে ফিরাইয়া দেওয়া হইয়াছে। পাকিস্তানের প্রেসিডেণ্ট শ্রীজেড, এ, ভুট্টো শতবর্ষ-ব্যাপী যুদ্ধের বদলে পাঁচ দিনের আতিথ্যের উপঢৌকন হিসাবে এই অঞ্চলগুলি ফেরত পাইয়াছেন। তাঁহার বক্তব্য ছিল অনেক, দাবী ছিল বহু। কিন্তু সেই যে একদিন তিনি সিমলায় শ্রীমতী গান্ধীকে বলিয়াছিলেন যে, তিনি নিজেকে শ্রীমতী গান্ধীর হাতে ছাড়িয়া দিলেন—তখনই বুঝা গিয়াছিল এই সুচতুর রাজনীতি-ধুরন্ধর আলোচনায় এমন একটি বিষয় কায়মনোবাক্যে চাহেন যাহা আপাতত তাঁহার বিরাট স্বার্থের অনুকূল।

ভৌগোলিক গুরুত্ব পাকিস্তানের ভারত-অধিকৃত এলাকাগুলির ছিল নিঃসন্দেহে। কমই থাক আর বেশীই থাক, নিরাপত্তা পরিষদে ফাইল ছিঁড়িয়া, সজলনয়নে বিদায় হইয়া আসার পর শ্রীভুট্টো কিছুটা ধাতস্থ হইয়াছিলেন। তিনি বুঝিয়াছেন, এই ভাবে কাজ হইবার নয়। খোয়ান অঞ্চল না পাইলে বিশ্বের দরবারে তাঁহার আর কোন আর্জি কোনদিনই টিকিবে না। অন্ততঃ 'ইমেজ' খারাপ হইতে বাধ্য। তাই যুদ্ধবন্দীদের বি[illegible] ফিরাইয়া দিতে হইবে কিংবা কাশ্মীর সমস্যার মীমাংসা করিতে হইবে—এই সব দাবী তাঁহাকে ছাড়িতে হইয়াছে। কী লইয়া ভুট্টো সাহেব দেশে ফিরিবেন ? —সিমলার বৈঠকে একটি অচলাবস্থা দেখা দিয়াছিল। আর সেইজন্য দেশে ফিরিবার মহালাভ তিনি পাইয়াছেন। এই সব অঞ্চলে তিনি প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা আরও দৃঢ় করিবার অবকাশ পাইবেন।

সিমলা চুক্তির নানা ব্যাখ্যা নানা পক্ষ হইতে হইবে। কেহ ইহাকে স্বাগত জানাইবেন, কেহ বা বলিবেন, ইহা পর্ব্বতের মূষিকপ্রসব মাত্র। কাশ্মীর সমস্যার ব্যাপারে রাষ্ট্রপুঞ্জ বহু বৎসর ধরিয়া অপেক্ষমান। ইহার সমাধানের জন্য স্বার্থসংশ্লিষ্ট কোন কোন দেশের খবরদারী থাকুক, হয়ত তাহারা তাই চায়। কিন্তু সিমলা চুক্তিতে স্পষ্টই বলা হইয়াছে যে, এই ব্যাপারে ভারত-পাকিস্তানের শীর্ষ এবং অন্য প্রকার দ্বিপাক্ষিক আলোচনার মধ্য দিয়া তাহা করা হইবে। ইহার অর্থ এই যে, কাশ্মীর সম্পর্কে তৃতীয় মাধ্যম সম্পূর্ণ বর্জনীয়। চুক্তিতে পাকিস্তান সম্মতি দিয়েছে যে, অতঃপর সে ভারতের প্রতি যুদ্ধের মতলব ও আচরণ বন্ধ করিবে এবং স্থায়ী শান্তি যাহাতে আসে তাহার জন্য কাজ করিয়া যাইবে। পাকিস্তান সংস্কৃতি উন্নয়ন ও বিজ্ঞানের সহযোগিতামূলক কাজ ভারতের সহিত করিবে বলা হইয়াছে। ইহা পাকিস্তানের লাভ। ভারতের লাভ তাহার উদারতার পরাকাষ্ঠা।

কাজেই সিমলা চুক্তিকে অনেকেই শা[illegible] বলিয়া অভিহিত করিতে চাহিয়াছেন। [illegible]মরা চাহি ইহা শান্তির ভিত্তি হোক। কিন্তু [illegible]রত-বিদ্বেষী শ্রীভুট্টোর মন রাতারাতি পরিষ্কার হইয়া গিয়াছে—ইহা মনে করিবার কোন কারণ আছে কি ? ধরা যাইতে পারে যে, বাংলাদেশের [illegible]পারে পাকিস্তানের যে চূড়ান্ত নাকাল হইয়া[illegible] এবং পাকিস্তানের অভ্যন্তরেও যে নানা অশান্তি দানা বাঁধিয়া উঠিতেছে, তাহাতে ঘর সামলান আগে দরকার; পরের কথা পরে। শ্রীভুট্টো হয়ত এই মনোভাব লইয়া আছেন। তাহা হইলেও ভারতের পক্ষ হইতে কোন ক্ষতিবৃদ্ধি নাই। কেন না, প্রতিরক্ষাব্যবস্থাকে শ্রীমতী গান্ধী ত আর তাঁহার পিতার ন্যায় পঞ্চশীলের শিলে পিষাইয়া ফেলিতেছেন না। ভারত বৈরিতার জন্য পাকিস্তান এখনও ব্যবসায়-বাণিজ্য সাংস্কৃতিক দিক, যাতায়াত ব্যবস্থা প্রভৃতিতে চরম ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে। ইহার আশু অবসানে পাকিস্তানের আভ্যন্তরীণ রাষ্ট্রনীতিতে শ্রীভুট্টোর মঙ্গল। তাই পাক রাষ্ট্রপতি এই দিকের স্বাভাবিক অবস্থাও মনে প্রাণে চাহিবেন। হয়ত বা তাহা নিকট ভবিষ্যতে হইয়া যাইবে।

কিন্তু এখনই ভারতের বিশেষ বিবেচনার সময় আসিয়াছে। আপন গহ্বরে ফিরিয়া গিয়া শ্রীভুট্টো পাকিস্তানের স্বার্থপূরণের সব কাজ সমাধা করিয়া আজ হউক, কাল হউক, যদি আবার ভারতবিরোধী তাবৎ কার্যক্রম গ্রহণ করে, তখন ভারতের পক্ষে কিছু করণীয় আছে কিনা, তাহা নিশ্চয়ই ভাবিতে হইবে। চোখ বুঁজিয়া সিমলা চুক্তিতে নিজ রাজনীতির সাফল্য আসিল বলিয়া ধ্যান করিলে এই ধ্যানভঙ্গ এমন সময় হইতে পারে যে, তখন মস্তক কণ্ডূয়ণ ছাড়া আর পথ থাকিবে না। আমরা এখন আর ইহা আশা না করিলেও শ্রীমতী গান্ধীর পূর্ব্বসূরীদের মধ্যে কোন মন্ত্রীর মশগুলত্ব দেখিয়াছি বলিয়া আশঙ্কা হয়।

দুইদল অপরাধীর সংঘর্ষে ১ জন নিহত, ১ জন আহত ও ৪ জন গ্রেপ্তার

[illegible]াগরদীঘি ৭ই জুলাই—গত ৫ই জুলাই রাত্রে এই থানার দস্তুরহাট গ্রামে দুইদল অপরাধীর এক সশস্ত্র সংঘর্ষে একজন নিহত এবং একজন আহত হয়েছে বলে পুলিশী সূত্রে খবর পাওয়া গিয়েছে।

প্রকাশ, গত ৪ঠা জুলাই ঐ গ্রামের আয়েস্থ মহম্মদের বাড়ীতে ডাকাতি হয় এবং ঘটনার দিন সকালে তিনি থানায় ডাইরী করেন। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য শ্রীমহম্মদ নিজে একজন দাগী আসামী এবং গত ১২।৪।৭২ তারিখে বিনোদ আখড়া আক্রমণ করতে গিয়ে তিনি গ্রেপ্তার হন এবং সেই সংবাদ এই পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। গত ৫ ৭।৭২ তারিখে রাত্রে চোরাই মাল ভাগাভাগি নিয়ে গণ্ডগোলের সূত্রপাত হলে আয়েস্থর দল বিপক্ষ দলকে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে আক্রমণ করে এবং তাদের অস্ত্রের আঘাতে মাজেদ আলী নামে একজন ডাকাত ঘটনাস্থলেই

নিহত হয়। আয়েসুর দলের একজনকে আশংকাজনক অবস্থায় জিয়াগঞ্জ থেকে বহরমপুর সদর হাসপাতালে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। পরের দিন সকালে পুলিশ ঘটনাস্থলে যান এবং চারজন দাগী আসামীকে গ্রেপ্তার করেন। বাকী সকলে পলাতক আছে। নিহত ব্যক্তিকে ময়না তদন্তের জন্য জঙ্গিপুর পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। অসমর্থিত এক সংবাদে জানা গিয়েছে যে আহত ব্যক্তির মৃত্যু ঘটেছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য গত ৭ই জুন উক্ত গ্রামে দুইদলের মধ্যে অপর এক সংঘর্ষে কশিমুদ্দিন সেখ নামে জনৈক ব্যক্তি গুরুতর আহত হয়।

রহস্যজনক পেটের অসুখ ক্রমশঃ ভালোর দিকে

ফরাক্কা এবং ধুলিয়ানে রহস্যজনক পেটের অসুখে যে শিশু মড়ক দেখা দিয়েছিল বর্ত্তমানে তা ভালোর দিকে। এক সাক্ষাৎকারে এ তথ্য জানালেন ফরাক্কা প্রত্যাগত সাগরদীঘি প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের মেডিক্যাল অফিসার শ্রীদিলীপ ভট্টাচার্য্য। তিনি আরও জানালেন যে খাবার সময় রোগী হঠাৎ বমি করছে, নাক দিয়ে কৃমি পড়ছে, নাড়ী পাওয়া যাচ্ছে না এবং আধঘণ্টা থেকে চল্লিশ মিনিটের মধ্যে রোগীর মৃত্যু ঘটছে। তবে এ রোগ সাধারণতঃ দুই থেকে ছয় বৎসরের শিশুদের মধ্যেই মারাত্মকভাবে দেখা দিয়েছিল।

এই রোগের চিকিৎসা করতে গিয়ে তাঁদেরকে প্রথম প্রথম বেশ অসুবিধার মধ্যে পড়তে হয়েছিল। কারণ ডাইরিয়া ইত্যাদি রোগে আক্রান্ত শিশুদেরকেও একই বিভাগে ভর্ত্তি করা হয়েছিল। ফলে বেছে বেছে তাঁদেরকে চিকিৎসা করতে হয়। তবে কৃমির ঔষধ দেওয়ায় উপকার পাওয়া গিয়েছে। অর্জ্জুনপুর, বেনিয়াগ্রাম, সাঁওতালপাড়া প্রভৃতি গ্রামে কয়েকদিনে তাঁরা ১ পাউণ্ডের ৭৮টি কৃমির ঔষধের ফাইল শিশুদের খাইয়েছেন।

ডাঃ ভট্টাচার্য্য এবং ডি, এইচ, ও-র ময়না তদন্তের ইচ্ছা ছিল কিন্তু মৃতদেহ না দেওয়ার ফলে তা আর সম্ভব হয়ে উঠেনি। এ রোগের নামকরণ এখনও করা হয়নি। চিকিৎসকেরা পরীক্ষা চালাচ্ছেন।

মুর্শিদাবাদ ইনষ্টিটিউট অফ্ টেকনোলজী পোঃ কাশিমবাজার রাজ, বহরমপুর, জেলা মুর্শিদাবাদ

এতদ্দ্বারা জানানো যাইতেছে যে, ১৯৭২-৭৩ শিক্ষা বর্ষের প্রথম বার্ষিক শ্রেণীতে এল, সি, ই, ; এল, এম, ই, ; এল, ই, ই, কোর্সে ভর্ত্তির জন্য আবেদনপত্র গ্রহণের তারিখ আগামী ২২শে জুলাই, '৭২ পর্য্যন্ত বর্দ্ধিত করা হইল। ভর্ত্তির জন্য পরীক্ষা গ্রহণের সময় আগামী ৩১শে জুলাই, '৭২ বেলা ১১ ঘটিকায় আনুমানিকভাবে ধার্য্য করা হইয়াছে।

— অধ্যক্ষ

Wanted a qualified Sanskrit teacher capable of teaching English in top classes for Gobindapur High School on purely temporary basis for five months. Apply by the 19th July, '72.

Secretary,
Gobindapur High School
P.O. Kalabagh, Murshidabad.

নাট্যাভিনয়

॥ কালিন্দী ॥

জঙ্গিপুর মহকুমা-শাসক অফিসের কর্মীবৃন্দ তাঁদের নিজস্ব মঞ্চে গত ৫ই জুলাই তারাশংকরের 'কালিন্দী' নাটক অভিনয় করলেন। এই নাটকখানি ১৯৭১ সালে তাঁরা প্রথম অভিনয় করেন। এবারে তার দ্বিতীয় অভিনয়।

কাণ্ডারী বিহীন নৌকা যেমন নির্দ্দিষ্ট গতিতে না গিয়ে এলোমেলোভাবে চলে সেদিনের নাটক দেখে তাই মনে হল। তার কারণ বোধ হয় প্রাকৃতিক দুর্যোগ যার ফলে শিল্পীদের মানসিক চাঞ্চল্য নাটকের গতিকে ব্যাহত করেছে।

এবারে দলগত অভিনয় শিল্পীদের দোষত্রুটি ঢাকতে পারেনি তবু ছোট ছোট ভূমিকাগুলি অপেক্ষাকৃত ভাল হয়েছে।

কলিকাতা থেকে আগতা মহিলা শিল্পীদের কথা বাদ দিলে পর স্থানীয় ২টী মহিলা শিল্পী ইলা সিংহরায় ও দীপ্তি মজুমদার (হেমাঙ্গিনী ও মানদার ভূমিকায়) দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সমর্থ হয়েছেন। অন্যান্য ভূমিকায় যাঁরা অভিনয় করেছিলেন তাঁদের মধ্যে রামেশ্বর, অসিত ও রংলাল উল্লেখযোগ্য।

চোরাই কার্ত্তুজ উদ্ধার

গত ৫ই জুলাই রঘুনাথগঞ্জ থানার সাকিলাপাড়া গ্রামের আবেদ সেখের বাড়ী তল্লাসী করে পুলিশ চার রাউণ্ড বার বোরের কার্ত্তুজ ও একটা তেজস্ক্রিয় বোমা উদ্ধার করে। আবেদ সেখ পলাতক।

গত ৯ই জুলাই সুতী থানার জগতাই গ্রামের শঙ্কর সিংহের বাড়ী তল্লাসী করে পুলিশ পাঁচ রাউণ্ড চোরাই কার্ত্তুজ উদ্ধার করে। শঙ্কর সিংহকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে।

পৌর ধর্ম্মঘট

গত ১১ই জুলাই পঃ বঃ মিউনিসিপ্যাল ওয়ারকমেনস ফেডারেশনের ডাকে পশ্চিমবঙ্গের ৮৯টি পৌরসভার কর্মীরা একদিনের প্রতীক ধর্ম্মঘট পালন করেন। জঙ্গিপুর পৌরসংস্থার কর্মীরাও তাঁদের আঠার দফা দাবীর ভিত্তিতে এই ধর্ম্মঘটে সাড়া দেন।

১২ই জুলাই কমিটির সভা

জঙ্গিপুর মহকুমা ১২ই জুলাই কমিটি অনুষ্ঠিত জনসংযোগ কর্ম্মসূচী পালন উপলক্ষে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিদের নিয়ে 'মিলনী'তে একটি সভা হয় ১১ই জুলাই বিকেলে। এই সভায় আহ্বায়ক মানস রায় সমিতির বর্ত্তমান আন্দোলনের কর্ম্মপদ্ধতি ও কর্ম্মসূচী আলোচনা করেন।

আন্দোলনকে সমর্থন জানিয়ে বক্তব্য রাখেন এ, বি, টি, এ-র পক্ষে হরিলাল দাস, জঙ্গিপুর কলেজ কর্মীদের পক্ষে তাপস রায়, ক্রিমিন্যাল বার এ্যাসোসিয়েশনের পক্ষে অ্যাডভোকেট সুকুমার চট্টোপাধ্যায়, জঙ্গিপুর পৌরসভার সভাপতি ডাঃ গৌরীপতি চট্টোপাধ্যায়, অচিন্ত্য সিংহ, এস, ইউ, সি, ; রাজ্য সরকারী কর্ম্মচারী ফেডারেশনের প্রতিনিধি ও এ, বি, পি, টি এর প্রতিনিধি।

বাংলাদেশের খবর

১১৭ জন ছদ্মবেশী মুক্তিবাহিনী গ্রেপ্তার

বাংলাদেশ পুলিশ গত জুন মাসের শেষের দিকে নোয়াখালীর ফেণীতে ১১৭ জন ছদ্মবেশী মুক্তিবাহিনীকে গ্রেপ্তার করেছেন এবং আশী হাজার টাকার সোনা, চীনা রাইফেল, কার্তুজ, বোমা এবং প্রায় কুড়ি হাজার টাকা নগদ উদ্ধার করেছেন। প্রকাশ এরা সকলেই ফেণীর একটা নামকরা হোটেলে থাকত এবং দিনে মুক্তিবাহিনীর পরিচয় দিয়ে রাত্রে ডাকাতি করত। গ্রেপ্তারের আগের দিন রাত্রে এরা ডাকাতি করে কুড়ি হাজার টাকা লুঠ করে। এ তথ্য জানিয়েছেন শ্রীবরুণ মজুমদার নামে জনৈক বাংলাদেশ প্রত্যাগত প্রত্যক্ষদর্শী।

চোরাচালান বন্ধের উদ্দেশ্যে মুর্শিদাবাদ সীমান্তে বিধিনিষেধ আরোপ।

(১ম পৃষ্ঠার পর)

সময়ে ব্যবসায়স্থল থেকে সব রকম লেনদেন বা পণ্যদ্রব্যের চলাচল বন্ধ থাকবে।

এই আদেশ অবশ্য যে সব ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না, সেগুলি হল—জাতীয় সড়ক (কলকাতা-শিলিগুড়ি রোড) অথবা বহরমপুর থেকে জঙ্গিপুর পর্যন্ত রাজ্য সড়ক অথবা মাছ ধরার জন্য যে সব প্রকৃত জেলে জাল, মাছ ধরার সরঞ্জাম এবং মাছ বহন করছে, মুর্শিদাবাদ আঞ্চলিক যানবাহন পরিবহন কর্ত্তৃপক্ষ কর্ত্তৃক নির্দেশিত সময়ে ও রুটে যে সব যাত্রীবাহী বাস চলাচল করছে।

॥ ডাকাতি ॥

সাগরদীঘি, ৭ই জুলাই—গত মঙ্গলবার এই থানার বিনোদবাটী গ্রামে সিদ্দিক বিশ্বাসের বাড়ীতে একদল সশস্ত্র ডাকাত হানা দিয়ে ৩০০ টাকা নগদ, ১০০ ভরি রূপো ও চাঁদির গহনা এবং কাপড়চোপর নিয়ে চম্পট দেয় এবং ছয়টি বোমা ফাটায়। ডাকাতদলের নিক্ষিপ্ত বোমার ঘায়ে চারজন গ্রামবাসী আহত হন এবং গ্রামবাসীর বল্লমের আঘাতে একজন ডাকাত গুরুতরভাবে জখম হয়। ডাকাতদল পালাবার সময় আহত ডাকাতকে সঙ্গে নিয়ে যায়।

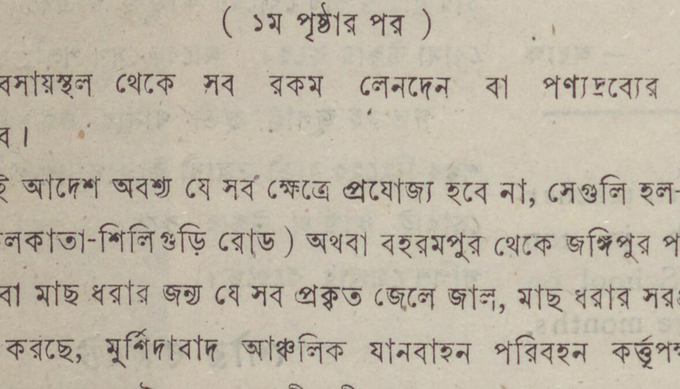

রান্নায় আনন্দ

এই কেরোসিন কুকারটির অভিনব রন্ধনের ভীতি দূর করে রন্ধন-প্রীতি এনে দিয়েছে।

রান্নার সময়েও আপনি বিশ্রামের সুযোগ পাবেন।

• ধুলা, ধোঁয়া বা ঝঞ্ঝাটহীন।
• স্বল্পমূল্য ও সম্পূর্ণ নিরাপদ।
• যে কোনো অংশ সহজলভ্য।

খাস জনতা

কেরোসিন কুকার

দি ওরিয়েন্টাল মেটাল ইন্ডাষ্ট্রীজ প্রাইভেট লিঃ

খোকার জন্মের পর..

আমার শরীর একেবারে ভেঙ্গে প’ড়ল। একদিন ঘুম থেকে উঠে দেখলাম সারা বালিশ ভর্তি চুল। তাড়াতাড়ি ডাক্তার বাবুকে ডাকলাম। ডাক্তার বাবু আশ্বাস দিয়ে বল্লেন—“শারীরিক দুর্বলতার জন্য চুল ওঠে।” কিছুদিনের যত্নে যখন সেরে উঠলাম, দেখলাম চুল ওঠা বন্ধ হয়েছে। দিদিমা বল্লেন—“ঘাবড়াসনা, চুলের যত্ন নে,

দু’দিনেই দেখবি সুন্দর চুল গজিয়েছে।” রোজ দু’বার ক’রে চুল আঁচড়ানো আর নিয়মিত স্নানের আগে জবাকুসুম তেল মালিশ সুরু ক’রলাম। দু’দিনেই আমার চুলের সৌন্দর্য ফিরে এল’।

জবাকুসুম কেশ তৈল

সি. কে. সেন এণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ
জবাকুসুম হাউস • কলিকাতা-১২

KALPANA.J.K-84.B

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্ত্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।